আজকের বিন্দু বিন্দু জল সমুদ্র না হলেও পুকুর হয়ে যেতে পারে…

বেকারত্ব একটি অভিশাপ। আমারও বেকার দিনগুলির কথা মনে পড়লে অনুধাবন করি কষ্টের যাতনা।

তবে একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে, একটি সময়ের পর মহান আল্লাহ তায়ালা কাউকেও বেকার রাখেন না। তিনি কাকে কি রিজিক দিবেন, কিভাবে সম্মানিত করবেন তা নির্ধারিত আছে।আমাদের কাজ হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া। হতাশ হওয়া যাবে না। পাখি যেমন ভোরে বের হয় রিজিকের সন্ধানে সে জানে না কি তার রিজিক, সৃস্টিকর্তা তার জন্যও একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন।তেমনি মানুষের কেউই জানে না কি তার নির্ধারিত।

আমি নিজেও কখনো ভাবি নি যে আমি ব্যবসা করব।আমার জীবনে আমি অনেককেই বেকারত্বের কারনে ভুল পথে চলে যেতে দেখেছি। কিন্তু ধৈর্য্যহারা হলে হবে না।

Intention, integrity, hardworking, loyalty to almighty Allah এইগুলি থাকলে আপনি নিশ্চিত জয়ী হবেন।আপনার যা আছে তাই নিয়ে শুরু করুন না, দেখবেন আজকের বিন্দু বিন্দু জল গভীর সমুদ্র না হলেও একটি পুকুর হয়ে যেতে পারে।

আমার যা আছে, কাল বিলম্ব না করে তাই দিয়েই শুরু করতে হবে। ধরুন, আমার সঞ্চয়ে তিন লাখ টাকা জমা হয়েছে। আমি সেটা কাজে লাগাবো। মেহেরপুরে দুই লাখ দিয়ে ৩ টা গাভী কিনবো। ৩ টা গাভীতে দিনে কতটুকু দুধ হয়? মনে হয়, ৪৫ কেজি যার দাম ১৭০০ টাকা, ভরণ পোষণ খরচ সব বাদ দিলেও শুনলাম ১০০০ টাকা দিনে আয় হবে। বাকি ১ লাখ টাকা দিয়ে কবুতর পালন করলে তা থেকেও দিনে ৫০০ টাকা থাকবে। অর্থাৎ মাসে ৪৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। না হয় আরও কিছু কম।

চাকরি করে আর কয় টাকা হয় এগুলোতে তো দেখছি আরো লাভ। এইসব ক্ষেত্রে সরকারী ঋণও পাওয়া যায় সুদবিহীন। একটু মনযোগী হলে আস্তে আস্তে বড় খামারে পরিনত করা যেতে পারে। একদিন আমি হবো একটি বড় খামারের মালিক। আর বসে থাকা যাবে না। আমার যে পুজি আছে তাই নিয়ে নেমে পড়ি। আমার চেষ্টা আর আল্লাহতালার সহায়, আর কে ঠেকায়।।।।।।।

আল্লাহ তায়ালা যেন বেকারদের বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি দিন, আমিন।

লেখক: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন ।

মরহুম সাফায়েত হোসেন এর স্বরণে- বন্ধুরা

অকালে না ফেরার দেশে চলে গেছেন হোমিও চিকিৎসক সাফায়েত হোসেন। তার মৃত্যুতে আগেব ঘন ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন তার এক প্রিয় বন্ধু৷

ফেসবুক স্ট্যাটাসটি হুবুহু তুলে ধরা হলোঃ

“মৃত্যু” একটি নির্মম বাস্তবতা। যা কোন বয়স দেখে না, কোন প্রয়োজন বুঝে না, কোন মানবতা বুঝে না।

বুঝে না পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ কতটা ভারী! জানতে চায় না বাবার অবর্তমানে ছোট সন্তানেরা কিভাবে লালিতপালিত হবে? মৃত্যুর ফেরেস্তা শুধুই প্রতিপালক কর্তৃক নির্ধারিত সময় বুঝে, যার মুহূর্তকাল আগ পিছ সে করে না।

বন্ধু ডাঃ সাফায়েত আজ আমাদের থেকে চির বিদায় নিয়েছে, বন্ধু বখতিয়ার লিখেছে আমাদের সিরিয়াল শুরু হলো।

বন্ধু ডাঃ খায়রুজ্জামান পিনু বলছিল সাফায়েত ৩/৪ বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে পরকালের জন্য, কিন্তু আমরা কতটা প্রস্তুত..!! মহান আল্লাহ বলেন “মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এটাই সেটা যা হতে তোমরা অব্যাহিত চেয়ে আসছ” (সূরা কাফ ১৯)।

বন্ধুরা, সাফায়েত আজ নির্জন অন্ধকার কবরে একা, আমরাও প্রস্তুতি নেই সেখানে যাওয়ার।

হে আল্লাহ! আপনি সাফায়েত কে ক্ষমা করুন, তাকে দয়া করুন, তাকে

পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন, তাকে মাফ করে দিন, তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন।

আপনি তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছেন। আর তাকে তার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর, তার পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার প্রদান করুন।

তাকে কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আমিন…!!

সংগ্রহীত

মেহেরপুরে ২০ পরিবারের দায়িত্ব নিলেন যুবলীগ নেতা জনি

মেহেরপুরে ২০ পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন যুগলীগ নেতা মিজানুর রহমান জনি।

করোনা ভাইরাসের কারনে মেহেরপুরকে গত ২৪ তারিখ সন্ধার পর থেকে লক ডাউন করা হয়েছে।

এতে খেটে খাওয়া কিছু মানুষ তাদের কাজকর্মে যেতে না পারায় মেহেরপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের ২০ জন অসহায় পরিবারের নিজ সার্মথন অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছেন।

সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান জনি বলেন, প্রতিদিন আমার নিজ ২ নং ওয়ার্ডে ২০ জন অসহায় পরিবারের মাঝে চাউল, ডাউল, মাস্কসহ কিছু টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছি।

যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় ততদিন ২০ জন অসহায় পরিবারের সঙ্গে থাকবো।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted] (AP) [redacted] [redacted] [redacted]

দায়ভার তাকেই নিতে হবে।

চালের বস্তার লেখা নিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য অধিপ্তরের শ্লোগান ওটা। তাই যে কোন প্রকল্পের চালের বস্তায় এ লেখা থাকতে পারে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত সন্দেহে এক নারী আইসোলেশনে

করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে এক নারীকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে রাখা হয়েছে। রবিবার রাতে ওই নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজন। জ¦র, সর্দি ও কাশির আলামত থাকায় চিকিৎসকরা তাকে আইসোলেশন ইউনিটে রাখে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের অসুস্থ এক নারীকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে আসে পরিবারের লোকজন। তার জ¦র, সর্দি ও কাশি আছে। শ^◌াসকষ্টও রয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওই নারী করোনা আক্রান্ত সন্দেহে আইসোলেশনে নেয়া হয়।

সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, ওই নারীকে আইসোলেশনেই রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ওই নারীর রক্ত সংগ্রহ করে আইইডিসিআর’এ পাঠানো হবে। সেখানে পরীক্ষার পরই জানা যাবে তিনি করোনা আক্রান্ত কি-না।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় ইতালী ফেরত এক যুবকের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতির কথা জানায় স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ। বর্তমানে তিনিও হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন।

আলমডাঙ্গায় গোডাউনে নষ্ট চাল মজুদ রাখার অপরাধে চালব্যবসায়ীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গুদামে নষ্ট চাল মজুদ রাখার অপরাধে চালব্যবসায়ী অসীম সাহাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. লিটন আলী রবিবার রাতে উপজেলার আসাননগর গ্রামের অন্নপূর্ণা রাইস মিলে অভিযান পরিচালনা করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. লিটন আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে অন্নপূর্ণা রাইস মিলে অভিযান পরিচালনা কার হয়। এসময় গোডাউন থেকে ১০ বস্তা নষ্ট চাল জব্দ করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে চালব্যবাসায়ী অসীম সাহাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে ছাত্র উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের কারণে কাজ কর্মে ভাটা পড়েছে সাধারণ মানুষের। অনেকেই সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এসব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয় ছাত্র উন্নয়ন সংঘ।

মানবিক কারনে খাদ্যসামগ্রি হাতে নিয়ে ঘুরছেন অস্বচ্ছল মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। পৌছে দিচ্ছেন খাদ্য সামগ্রি। সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের শতাধীক পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি।

এ সময় তারা অসহায় পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে খাবার সামগ্রী পৌছে

দেন। এবং তাদেরেকে বাড়িতে অবস্থান করার পরামর্শ দেন । সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট বাবসায়ী সাজ্জাদ হোসাইন পলাশ জানান তাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের চাকুরীজীবী সেবা সংস্থার আয়োজনে হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারণে ঘরে থাকা নিম্নবিত্তদের মাঝে সোমবার এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোতাহার হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবীর, জেলা মার্কেটিং অফিসার সহিদুল ইসলাম ও ছয়ঘরিয়া গ্রামের চাকুরীজীবী সেবা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানে ১২০টি পরিবারের প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল, এক কেজি ডাল, দুই কেজি আলু, এক কেজি পেঁয়াজ, এক কেজি লবণ, আধা কেজি তেল ও আধা কেজি মরিচ দেয়া হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার করোনা মোকাবেলায় জরুরী বৈঠক

মেহেরপুর সদর উপজেলার করোনা মোকাবেলায় জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সদর উপজেলায় করোনা মোকাবেলায় জন সচেতনতা ও সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়।

সেই সাথে সাধারণ জনগনের মাঝে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এসময় উপস্থিত সদরের ৫টি ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের বরাদ্ধ থেকে সাবান তুলে দেওয়া হয়। যা সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করা হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, লতিফুন নেছা লতা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.অলোক কুমার।

উপজেলার সকল কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যানের উদ্যেগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলারর মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আমাম হোসেন মিলুুর ব্যাক্তিগত উদ্যেগে করানো আতংকের ভিতর দেশ লকডাউন হওয়ায় বসে থাকা সাধারন দিনমজুর অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে সারাদিনব্যাপী ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডের মোট ৫শত জন অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে বাড়ি বাড়ি যেয়ে ১০ কেজি করে চাউল, ২ কেজি করে আলু, ১ কেজি ডাউল ও একটি করে সাবান দিয়ে আসা হয়।

এ সময় আমাম হোসেন মিলুর সহধর্মিনি জুলফিআরা খাতুন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় আমাম হোসেন মিলু বলেন, এমন একটা দূর্যোগের সময় আমি যে গরীব অসহায় ব্যাক্তিদের পাশে দাড়াতে পেরেছি। এ জন্য নিজের কাছে খুব আনন্দিত লাগছে।

যতদিন করোনা ভাইরাসের এই মহামারি থাকবে ততদিন আমি অসহায় ব্যাক্তিদের এভাবেই সহযোগীতা করে যাবো।

এছাড়া তিনি উপজেলার অন্যান্ন বৃত্তবানদের উদ্যেশ্যে বলেন, সবাই যদি আমার মত করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অসহায় ব্যাক্তিদের পাশে দাড়ায় তাহলে তাদের কষ্টে জিবনযাপন করতে হবে না।